ধুলো-ধোঁয়া থেকে ক্ষণিকের স্বস্তি, দূষণের বিষবাষ্প থেকে বাঁচতে উত্তরপাড়ায় চালু হল অক্সিজেন পার্লার

নভেম্বর ১৯, ২০১৮

দ্য ওয়াল ব্যুরো, হুগলি: দূষণের হাঁসফাঁস থেকে বাঁচতে উত্তরপাড়ায় চালু হল অক্সিজেন পার্লার। ধোঁয়া-ধুলোয় নাস্তানাবুদ মানুষজনকে ক্ষণিকের স্বস্তি দিতে অভিনব উদ্যোগ উত্তরপাড়া পুরসভার। মাত্রা ছাড়া দূষণে শ্বাসরুদ্ধ রাজ্য। দীপাবলির পর সেটা অনেকটাই বেড়েছে। সৌজন্যে শব্দবাজি ও আতসবাজির দাপট। এ বছরের দীপাবলি সাম্প্রতিক সময়ের সব চেয়ে 'দূষিত' বলে জানিয়েছেন পরিবেশ গবেষক ও পরিবেশকর্মীদের একাংশ। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্যও তেমনটাই বলেছে। রাজধানীর অবস্থা তথৈবচ। বায়ুর গুণগত সূচক ছাপিয়ে গিয়েছে বিপদমাত্রার সর্বোচ্চ সীমা (৯৯৯)! যেখানে এর স্বাভাবিক মান হওয়া উচিত ৫০। দম আটকানো পরিস্থিতি।

উত্তরপাড়ার পুরসভার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এলাকার প্রবীণ মানুষদের কথা ভেবেই এমন পার্লার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অনেককেই ছুটতে হয় নার্সিংহোম বা হাসপাতালে। সেখানে অনেক সময়েই অক্সিজেন পেতে অসুবিধা হয়। তাই এলাকাতেই অক্সিজেন পার্লার চালু হলে সমস্যার সমাধান হবে অনেকটাই।

পুর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবিবার উত্তরপাড়া শহরে অক্সিজেন পার্লারের উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জিটি রোড লাগোয়া সোমনাথ শিশু উদ্যানে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল-সহ অনেকেই। একসঙ্গে চারজন বসে অক্সিজেন

নিতে পারবেন। আধ ঘণ্টার জন্য অক্সিজেন নিতে হলে ৫০ টাকা ও এক ঘণ্টার জন্য হলে গ্রাহককে দিতে হবে ৮০ টাকা। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা অবধি খোলা থাকবে পার্লার।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, গাড়ির ধোঁয়া তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে যথেচ্ছ ভাবে বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ সহনশীল মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিশছে কল-কারখানার ধোঁয়া, আবর্জনার স্তূপ পোড়ানোর ধোঁয়া। চিকিৎসকদের মতে, ভাসমান ধূলিকণার সহনশীল মাত্রা হল প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম। ওই নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়ালেই শ্বাসকষ্টের রোগীদের শ্বাসের সমস্যা ধীরে ধীরে শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে তাই উত্তরপাড়ার এই অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই।

পার্লারের এক কর্মীর কথায়, “পার্কের মনোরম পরিবেশে এই পার্লারে অক্সিজেন নিয়ে সুস্থবোধ করছেন অনেকেই। হাতের কাছে এমন অক্সিজেন পার্লার পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। “